বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী

<u>৫ জুন ২০০৫</u>

এ বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনের প্রতিপাদ্য হল– " সবুজ নগরী: ধরিত্রীর জন্য পরিকল্পনা! "। এ প্রতিপাদ্য আমাদের সময়কার একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে; সেটা হল – শহুরে পরিবেশে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে।

আগামী পঁচিশ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রায় সবই ঘটবে নগরে, যার অধিকাংশ আবার হবে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে। ২০৩০ সালে বিশ্বের জনসংখ্যার ৬০ ভাগই শহর এলাকায় বসবাস করবে। এ জাতীয় দ্রুত নগরায়ন কঠিন চ্যালেঞ্জের জন্ম দিচ্ছে , যার মধ্যে আছে দারিদ্র্য, বেকারত্ব থেকে শুরু করে অপরাধ ও মাদকাসক্তি। ইতোমধ্যে প্রতি তিনজন শহরবাসীর একজন বস্তিতে বাস করে। দ্রুত প্রসারমান শহর ও নগরের বলতে গেলে প্রায় সবগুলোতেই পরিবেশগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই এবং পরিকল্পনাও অবিন্যস্ত।

শহর প্রবৃদ্ধির পরিবেশগত পরিণতি অবশ্যই বিবেচনা করা দরকার। শহরগুলোতে প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয় এবং শহরবাসীরাই বেশি আবর্জনা সৃষ্টি করে । তারাই অধিকাংশ গ্রিন হাউজ গ্যাসের জন্মদাতা, যা বিশ্বব্যাপী পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। প্রায় ক্ষেত্রেই তারা স্থানীয় পানির গুণাগুণ বিনষ্ট করে, শীলান্তর ধ্বংস করে, বায়ু দুষণ ঘটায়, জমি গ্রাস করে, আর এসব করেই তারা জীব বৈচিত্র্যের অপমৃত্যু ঘটাচ্ছে।

শহর–নগরে ক্রমবর্ধমান মানব ঘনত্বের অর্থ হল বিশ্ব সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হবে, যদি না পরিবেশগত পরিকল্পনা নগর ব্যবস্থাপনার সব ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরিবেশ–বান্ধব নগর তৈরি আসলেই কঠিন কাজ, কিন্তু কথা হল আমাদের হাতে সে প্রযুক্তি ও দক্ষতা আছে। পরিচ্ছন্ন যানবাহন, শক্তি–সাশ্রয়ী ভবন, নিরাপদ স্যানিট্যাশন ও পরিমিত পানির ব্যবহার এখনই সম্ভব, ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষার প্রয়োজন নেই, বরং এগুলো এমনভাবে করা সম্ভব, যা সকলের সাধ্যের মধ্যে।

আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবসে আমি সকল ব্যক্তি, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, স্থানীয় ও জাতীয় সরকারকে পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ গ্রহণের আহবান জানাই। আসুন আমরা শহরাঞ্চলের প্রাকৃতিক গতিশীলতা ও মহৎ জ্ঞানের সন্ধান করি। আসুন আমরা সবুজ নগরী গড়ে তুলি যেখানে মানুষ একটি সুপরিকল্পিত, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাদের সন্তানদের বড় করতে পারবে এবং তাদের স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন করার প্রয়াস পাবে।

* ** *